JAN. 1 [illegible] 2001

সিলেটে প্রকাশ্যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ : থেমে নেই গ্রুপিং চাঁদাবাজি সন্ত্রাস

মুজতাহিদ ফারুকী, *সিলেট থেকে*

পুণ্যভূমি, সিলেটের ছাত্র রাজনীতি এখন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ থাকায় এক ঘোরতর অন্ধকার জগতের পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিভেদ, গ্রুপিং, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, জমি দখল, ঠিকাদারি, স্বার্থের সংঘাত, খুন, মাদক সেবন ইত্যাদি প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলোর তৎপরতার মূল বিষয় হয়ে পড়েছে। এসব তারা করছে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে গোপন সুসম্পর্ক ও আঁতাতের মাধ্যমে। ফলে প্রশাসন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে এবং অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ পৃথক ৬টি গ্রুপে বিভক্ত। প্রতিটি গ্রুপই প্রচুর পরিমাণ অবৈধ অস্ত্রে সজ্জিত। গ্রুপগুলো সিলেটের কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের একেকজনের প্রতি অনুগত। অপরদিকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে রয়েছে দুটি গ্রুপ। স্থানীয় বিএনপির দুজন নেতার আশ্রয়ে লালিত দুটি গ্রুপ অতীতে মারাত্মক সংঘাতে লিপ্ত হলেও বর্তমানে এক হয়ে কাজ করছে বলে দলের ভেতরের সূত্র থেকে জানা যায়। দুটি সংগঠনেরই নেতৃত্ব এখন অছাত্রদের হাতে।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের এসব অপতৎপরতার পাশাপাশি মৌলবাদী ইসলামী ছাত্রশিবির তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে অতি গোপনে। আওয়ামী লীগ ও ৪টি বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্র রাজনীতি আপাতত বন্ধ থাকায় শিবির প্রকাশ্যে কোন মিটিং-মিছিল করছে না। কিন্তু ঘরোয়া পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং প্রচারপত্র, দলীয় সাহিত্য বিতরণ, জনসংযোগ ইত্যাদি অব্যাহত রাখে। বাম দলগুলো ৫ দলীয় সিদ্ধান্ত প্রথম থেকেই মেনে নেয়নি। তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট নিজেদের সাধ্যমত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু তেমন কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে

সিলেট : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৬

সিলেট : ছাত্র রাজনীতি বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর) পারছে না।

ছাত্রলীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, ছাত্রলীগে এখন যে ৬টি গ্রুপ রয়েছে সেগুলো হল জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি শফিউল আলম নাদেলের নেতৃত্বাধীন শুভেচ্ছা গ্রুপ। শহরের উপকণ্ঠে দর্শন দেউড়ি এলাকায় শুভেচ্ছা ভিডিও সেন্টারে এই গ্রুপের মূল আড্ডা। সেজন্য নাম হয়েছে শুভেচ্ছা গ্রুপ।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুটি গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে জেলা বিএনপির দুজন নেতা যুগ্ম-সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান জামানের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। জেলা ছাত্রদল সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন গ্রুপ রয়েছে শামসুজ্জামানের পক্ষে। তার সঙ্গে রয়েছে অধিকাংশ সহ-সভাপতি। অন্যদিকে বদরুজ্জামানের পক্ষে আছে ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি কামরুল হাসান শাহীন ও সেক্রেটারি ওয়ায়েস চৌধুরী জুবেরের গ্রুপ। বৈধ-অবৈধ নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট। ওসমানী বিমানবন্দরে দুটি পৃথক ক্যাডার গ্রুপের তারা মূল হোতা। কামরুল হাসান শাহীনের বাবা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা। তার অনুমতি নিয়ে পুলিশ বাসায় রেইড করেও শাহীনকে ধরতে পারেনি। শাহীনের নামে বেশ কয়েকটি মামলা আছে থানায়।

ছাত্রদলের দুই পক্ষ গত বছর শহরে ৫ দিনব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পক্ষে-বিপক্ষে মামলা হয়। বর্তমানে উভয় পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।